এবং মুশায়েরা

বৈশাখ - আষাঢ় ১৪৩০

এবং মুশায়েরা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
৩০তম বর্ষ □ ১ম-২য় সংখ্যা
বৈশাখ - আষাঢ় ১৪৩০ □ এপ্রিল - জুন ২০২৩
শ্রাবণ - আশ্বিন ১৪৩০ □ জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৩

৮৯

সম্পাদক : সুবল সামন্ত

এবং মুশায়েরা

৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০
দূরভাষ : ২৫১০০৭৮৭ / ৯৪৩২২৫৪৩১৩ / ৯৮৭৪৯৪৩২৫৫
E-mail: mushayera@gmail.com
Website: www.ebangmushayera.com

সূচিপত্র

৩০ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা। ১৪৩০। ২০২৩

সম্পাদকীয়		৯
প্রবন্ধ		
সন্দীপ দত্ত-র স্মৃতিচারণা না কি	চিরঞ্জীব শূর	১১
ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী	স্বস্তি মন্ডল	১৭
আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ : নবনীতার উপন্যাস	শ্রীলা বসু	২৭
অসীম রায়ের কবিতা	নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য	৩৯
সে : রবীন্দ্র শিশুসাহিত্যের অনন্য ভুবন	মধুমিতা বসু	৫০
রামচন্দ্র প্রামাণিকের কবিতায় দেশ-কাল	দেবাশিস ভট্টাচার্য	৬১
জহর সেনমজুমদারের কবিতা...	দেবার্ক মণ্ডল	৭৩
কানাই কুণ্ডুর গল্প : পাঠকের প্রতিক্রিয়া	পাঞ্চালী মুখার্জী	৮৮
সুমন মোহান্তির গল্প	মুনমুন ঘোষ	১০২
শ্যামলী রক্ষিতের গল্প	নবনীতা বসু	১০৬
গণেশ দে-র ছোটোগল্পে বরাকের বহমান জীবন	রমা দাস	১১০
মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পকথার ভিন্ন ভুবন	অশোক দাস	১২৩
গল্প		
তোরঙ্গ থেকে আপাতত একটি	বাণীব্রত চক্রবর্তী	১৩৪
খেলার সাথী	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য	১৪২
আবাদমলের বাড়ি	উৎপলেন্দু মন্ডল	১৫৩
ফুলগুলি আগলে রাখ!	মিথিলেশ ভট্টাচার্য	১৫৯
একটি অসম্পূর্ণ গল্পের পুনরাবৃত্তি	শরদিন্দু সাহা	১৬৩
খোঁজ	সুমন মহান্তি	১৭২
উত্তরাধিকার	অহনা বিশ্বাস	১৭৯
লেবু ফুলের গন্ধ	শ্যামলী রক্ষিত	১৮৮
তৃষ্ণা	শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়	১৯৬
বিনি সুতো	রমা চ্যাটার্জী	২০২

কানাই কুণ্ডুর গল্প : পাঠকের প্রতিক্রিয়া

পাঞ্চালী মুখার্জী

১

কথাসাহিত্যিক হিসেবে কানাই কুণ্ডু পাঠকের কাছে খুব পরিচিত নন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল: 'তবু বেঁচে থাক', 'বনশিবাইয়ার অভিষেক', 'ছত্তিশগড়ের লোকজীবন ও সংস্কৃতি', 'টাকা পোকা', 'প্রিয় গল্প', 'প্রিয় মানচিত্র', 'ঢোলিয়া', 'অন্ধকারের মাছি', 'মহাদেবী বর্মা', 'গল্প পঞ্চাশ', 'বিত্তান্তের ফেরিওয়ালা', 'বিষফল', প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একুশ শতক থেকে প্রকাশিত তাঁর 'আরো পঞ্চাশ' গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ। গল্পগুলি পড়তে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে বিষয় নির্বাচনে, কলাঙ্গিক নির্মাণে, চরিত্রবিন্যাসে এবং প্রতিবেশ চিত্রণে তিনি বর্তমান লেখকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পের মানুষগুলি নানাভাবে সমস্যাদীর্ণ। এই দীনতা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তথা সমকালের। সে মানুষগুলি সকলেই বাংলার নন, তাদের শিকড় ছড়িয়ে আছে বাংলার বাইরে প্রাদেশিক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু সমকালের হয়েও তারা চিরকালের হয়ে উঠেছে। কানাই কুণ্ডুর রাজনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে তাঁর সমকালীন পরিপাশকি ঘটনাবলি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। আর এই অভিজ্ঞতা যেহেতু আমাদেরই চারপাশের সমাজ ও রাজনীতিকে অবলম্বন করে নির্মিত তাই খুব সহজেই গল্পগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়। রাজনৈতিক দলাদলি, ভয়ংকর সুবিধাবাদী মানসিকতা, হিংসা, লোভ বর্তমান রাজনীতির নেতিবাচক বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে কানাই কুন্ডুর বিভিন্ন গল্পে।

"একটি রাজনৈতিক হত্যা" গল্পে লেখক পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলার রাজনীতির চিত্রকে উপস্থাপন করেছেন। দেখিয়েছেন মাথা। রাজনৈতিক নেতা কীভাবে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে এলাকার মস্তানদের সহায়তায়। প্রশাসনও এদের স্তাবকতা করে, তাই পুলিশের চোখের সামনে অন্যায় হলেও তারা মুখ বুজে থাকে। আবার এই পুলিশই সাধারণ দরিদ্র মানুষকে মিথ্যা কেস দেয়। লক-আপের ভিতরেই প্রাণে মেরে তাকে আত্মহত্যার রূপ দেয়। এক অত্যাচারিত পিতার সন্তানের চোখে ধরা পড়ে দ্বিচারিতার প্রকৃত রূপটি। ফোর পাস করা সার মাথার গদাই যখন এই রাজনৈতিক নেতার কাছে চাকরের কাজে বহাল হয় তখন প্রধান শর্তই ছিল চোখ মুখ বুজে থাকা। বহু অন্যায়ের সাক্ষী গদাই তাই সব জেনে বুঝেও চুপ করে থাকে। অঞ্চলে কোনো দোকান করতে, বাড়ি করতে, নতুন কারবার গড়তে